বাংলাদেশ

অবৈধ সরকারের সংবিধান সংশোধনের কোন অধিকার নেই -বিএনপি মহাসচিব

বিএনপি মহাসচিব খন্দকার দেলোয়ার হোসেন বলেছেন, বর্তমান সরকার অবৈধ, এজন্য এ সরকারের সংবিধান সংশোধনের কোন অধিকার নেই।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর নয়াপল্টনস্থ দলীয় কার্যালয়ে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি একথা বলেন। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন, বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল্লাহ আল নোমান, যুগ মহাসচিব আমান উল্লাহ আমান, রুহুল কবির রিজভী আহমেদ, সালাউদ্দিন আহমেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক ফজলুল হক মিলন, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক আবুল খায়ের ভূঁইয়া এমপি, যুবদল সভাপতি মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল, বিএনপির নির্বাহী সদস্য আব্দুস সালাম, রফিক শিকদার স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি হাবিব-উন-নবী খান সোহেল, কৃষকদলের যুগ সম্পাদক শাহজাহান মিয়া সম্রাট প্রমুখ। খন্দকার দেলোয়ার হোসেন আরো বলেন, সংবিধান সংশোধনে গঠিত সর্বদলীয় সংসদীয় কমিটির প্রস্তাব অসম্পূর্ণ ও অস্পষ্ট। সরকারের এ উদ্যোগে দুরভিসন্ধিমূলক। বর্তমান সংবিধানের কোন কোন ধারা সংশোধন করা হবে, তা সুনির্দিষ্ট না করেই বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়েছে, এর ফলে সরকার কি ১৯৭২ সালের সংবিধানে ফিরে যেতে চায়, না চতুর্থ সংশোধনী পুনরুজ্জীবিত করতে চায়, তার কোনটাই পরিষার নয়। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় থেকে বিদ্যমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাও বাতিল করতে পারে। তিনি বলেন, ভোট কারচুপির মাধ্যমে ক্ষমতায় এসে গণবিরোধী কাজ করছে আওয়ামী লীগ, প্রশ্নবিদ্ধ এ সরকারকে সংবিধান সংশোধনের কোন বৈধ অধিকার জনগণ দেয়নি।

খন্দকার দেলোয়ার বলেন, সংবিধান সংশোধনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি বুধবার সংসদের নিয়মিত কর্মসূচিতে ছিলো না। সম্পূরক কর্মসূচির মাধ্যমে বিশেষ কমিটি গঠনের প্রস্তাবটি আনা হয়।

নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ নিয়ে অনিশ্চয়তা
ব্যাহত হচ্ছে শিল্পায়ন ঃ কমছে বিনিয়োগও

নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ শুরু করা নিয়ে অনিশ্চয়তা কাটছে না। লক্ষাধিক আবেদন ঝুলে আছে বিদ্যুৎ সংযোগ পাওয়ার অপেক্ষায়। প্রায় চার মাস ধরে সব ধরনের নতুন সংযোগ দেয়া বন্ধ রয়েছে। এতে দেশের পাঁচটি বিতরণ সংস্থা ও কোম্পানি নতুন করে আবেদন নেয়াও বন্ধ করে দিয়েছে। এ কারণে আরো অর্ধ লক্ষাধিক নতুন সংযোগের আবেদন জমাই দেয়া যাচ্ছে না। গত ১ এপ্রিল থেকে তিন মাসের জন্য নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ থাকার পর এর সময়সীমা আগামী অক্টোবর পর্যন্ত বাড়ানো হয়। তবে এ সময়ের মধ্যে বিদ্যুৎ ঘাটতি খুব একটা কমার সম্ভাবনা নেই। ফলে নভেম্বরেও নতুন সংযোগ দেয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা থেকে যাচ্ছে। অথচ উৎপাদনের জন্য প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও শুধু ঠিকাদারের সাথে মতবিরোধের কারণে ফেঞ্চুগঞ্জ ৯০ বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি আটকে আছে। এ ছাড়া পাইপলাইনের সীমাবদ্ধতার কারণে সিলেট অঞ্চলের দু'টি ক্ষেত্র থেকে দৈনিক অতিরিক্ত ১৫ কোটি ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন করা যাচ্ছে না। অথচ প্রয়োজনীয় ব্যাসের অথবা বিকস্ফপ পাইপলাইন বসানো হলেই এই গ্যাস গ্রিডে দেয়া যেত, যা দিয়ে প্রায় ৭০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যেত। ত্বরিত গতিতে এই দু'টির বিষয়ে উদ্যোগ নেয়া হলে ১৬০ মেগাওয়াট বাড়তি বিদ্যুৎ পাওয়া যেত, যা দিয়ে ঝুলে থাকা আবেদনকারীদের বেশির ভাগকেই নতুন সংযোগ দেয়া যেত।

সংশ্লিষ্ট সূত্র থেকে জানা গেছে, প্রয়োজন মতো গ্যাস সরবরাহ করা হলে এখনকার চেয়ে আরো কমপক্ষে ৭৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ত। একইভাবে বর্তমানে বন্ধ ইউনিটগুলো দ্রুত সংস্কার করা গেলেও তা থেকে প্রায় একই পরিমাণ বিদ্যুৎ পাওয়া যেত। সময়মতো এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ না নেয়ায় সৃষ্টি হয়েছে কৃত্রিম সঙ্কট। এ সঙ্কটের দোহাই দিয়ে মাসের পর মাস বন্ধ রাখা হয়েছে নতুন সংযোগ প্রদান। এই সঙ্কটকে পুঁজি করে বিনা টেন্ডারে তেলনির্ভর রেন্টাল (ভাড়াভিত্তিক) বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের অনুমতিও দেয়া হচ্ছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা।

পাঁচ বিতরণ কোম্পানিতে জমেছে লক্ষাধিক আবেদন

রাজধানীসহ নারায়ণগঞ্জে বিদ্যুৎ বিতরণের দায়িত্বে রয়েছে ডিপিডিসি ও ডেসকো। দেশের জেলা-উপজেলার শহরে বিদ্যুৎ বিতরণ করে পিডিবি ও এর অধীন কোম্পানি। এর মধ্যে ওজোপাডিকো দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের শহরাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। আর গোটা দেশের গ্রামাঞ্চলের গ্রাহককে বিদ্যুৎ দেয় পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের (আরইবি) অধীন ৭০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি। এই পাঁচটি সংস্থা ও কোম্পানি থেকে পাওয়া হিসাব অনুযায়ী, নতুন বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলোতে লক্ষাধিক আবেদন জমা পড়েছে। এর উল্লেখযোগ্য সংখ্যকেরই আবেদন পরবর্তী প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। আবেদনকারীরাও সংযোগের জন্য দিনের পর দিন ধর্ণা দিচ্ছেন। আবার অনেকে রয়েছেন সরকারি নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার অপেক্ষায়। বিদ্যুৎ ঘাটতি না কমায় কবে নাগাদ এসব আবেদনে সাড়া দিয়ে নতুন সংযোগ দেয়া যাবে তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় মাঠ কর্মকর্তারা। এ কারণে এখন আর নতুন করে কোনো আবেদন নেয়া হচ্ছে না। আবেদন করতে এসেও অনেকে ফিরে যাচ্ছেন। পাঁচ বিতরণ কোম্পানির পদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে আলাপ করে জানা গেছে, এ সংখ্যা কমপক্ষে অর্ধ লক্ষাধিক।

অক্টোবরের পরও নতুন সংযোগ নিয়ে অনিশ্চয়তা

জোট সরকারের ধারাবাহিকতায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারও চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধিতে ব্যর্থ হয়। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার এক বছরের মাথায়ও কাড়িক্ষত বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়াতে পারেনি। ফলে শুরু হয় স্মরণকালের রেকর্ড লোডশেডিং। গড়ে দুই হাজার মেগাওয়াটের ওপরে লোডশেডিংয়ের কারণে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। লোড ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে পরিস্থিতি সামাল দেয়ার চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। এ কারণে অনেক বিতরণ কোম্পানি নিজে থেকেই নতুন সংযোগ প্রদান সীমিত করে। কোনো কোনো কোম্পানি বহুতল ভবন ও বড় শিল্পকারখানায় নতুন সংযোগ প্রদান এক প্রকার বন্ধই করে দেয়।

আমরা ১৯৯৫ সাল থেকে আপনাদের হজ্বসেবা দিয়ে আসছি।

al-kabir TRAVEL AND TOURS
Ministry of Hajj Approved
IATA

AL-KABIR TRAVELS & TOURS LTD

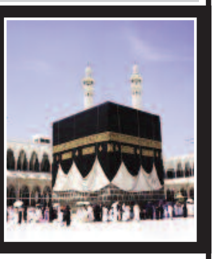

সৌদি হজ্ব মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত

৪৭ নিউ রোড (ইস্ট লন্ডন মসজিদের পাশে), ইস্ট লন্ডন ১। Tel: 020 7377 9955

আপনি কি ২০১০-এ হজ্ব পালনের কথা ভাবছেন?
আপনাদের অতি পুরাতন এবং পরিচিত হোটেল আল কবির প্যালেস্ সামিয়া থেকে এখন গাজা এলাকায়, হেরেম শরিফের অতি নিকটে আল-মারওয়া গেইট থেকে মাত্র ৩-৪ মিনিট দূরত্বে ট্রাফিকমুক্ত নতুন মক্কা প্রজেক্টের নির্মিত নতুন হোটেল-
এশিয়া প্যালেস হোটেল।

হ্রাসকৃত মূল্যে পবিত্র হজ্বের বুকিং চলছে। এখনই বুকিং করে আপনার হজ্ব প্যাকেজ সংরক্ষিত করুন।
আমাদের রয়েছে মাত্র ১২০টি আসন।

UMRAH BOOKING IS GOING ON, RAMADAN PACKAGE FROM £425 (Terms & conditions apply)

এছাড়াও অতি সস্তায় এয়ার টিকেটের ব্যবস্থাসহ ভিসা / নো-ভিসা, পাসপোর্ট (নিউ/রিনিউ), স্পন্সর, পাওয়ার অব এটর্নী, নাম পরিবর্তনসহ ইমিগ্রেশনের যাবতীয় কাজের সেবা প্রদান করে থাকি।

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন-

Office : 020 7377 9955
24/h : 023 9275 3266
Managing Director: 07956 651 212
Manager: 07763 122 360
Email: alkabirtravel@yahoo.com, **www.alkabirtravels.com**

Bismillah Hajj & Umrah 2010
bismillah
Begin your journey with Bismillah......

Royal Orchid, Makkah
Rehab Al Firdous, Makkah
Movenpick, Madinah

Standard Hajj £3000
Hotels: Azizya Apartments,
Royal Orchid 5* & Movenpick 5*
Deluxe Hajj £3500
Hotels: Rehab Al Firdous (0 min walking distance)
& Movenpick 5*

হজ্ব ও ওমরাহ'র বুকিং চলছে
হ্রাসকৃত মূল্যে পবিত্র হজ্ব ও ওমরাহ'র বুকিং দিয়ে আপনার হজ্ব প্যাকেজ সংরক্ষিত করুন।
আমাদের আসন সংখ্যা ১৯০টি।
এছাড়াও অতি সস্তায় এয়ার টিকেটের ব্যবস্থাসহ ভিসা / নো-ভিসা, পাসপোর্ট (নিউ/রিনিউ) করে থাকি।

৩০ জুলাইর আগে বুকিং দিলে £50 Discount

RAMADHAN OFFER: 2 WEEKS ONLY £1149 :: WWW.BISMILLAH-HAJJ.COM

FOR BOOKINGS PLEASE CALL
0207 377 0119
IATA
72 Brick Lane, First Floor, London, E1 6RL